প্রকাশক: শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্তী, স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স, কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা-১২
মুদ্রক: শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্তী, স্ট্যাণ্ডার্ড আর্ট প্রিণ্টার্স, ১১৫এ রামমোহন সরণি, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
২৫শে বৈশাখ ১৩৫৯



প্রচ্ছদ: মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

# সূচিপত্র

## কোথায় শান্তি

সাগরের গভীরে কি শান্তি আছে
জলের ওপরে ঢেউএর দোলায় সূর্যের তাপে কি আনন্দ
তোমার দুহাতকেই এক হাত করো বাতাসে মর্মর ধ্বনি জাগে
গাছের ভেতর থেকে উতল হাসির বাতাস বেরিয়ে এলো ঃ
দুহাত কখনো এক হয় না।
তাহলে কোথায় শান্তি ?
অস্থির বেদনা, নির্মম অনুমানের কঙ্কাল শরীর
আমার নিজেকে হত্যা করে শান্তি, শান্তির ভেতরে মাথা খোঁটে,
প্রেমে যদি শান্তি, তবে অপ্রেমের ব্যথা কেন
তুঙ্গ শরীরের টানে ভাসে কেন এ শরীর
জন্ম থেকে মৃত্যু সব আমার অজানা, শুধু, চলা, সমস্যার সম্মুখীন হওয়া
গাড়ি চড়ে যেতে যেতে কি দৃশ্য দেখবো আগে কে বলতে পারে ?
প্রতিটি নিঃশ্বাসে কাঁপে অনুমান
উদ্বেল উদ্বিগ্ন শীর্ণ ব্যথা বয়
চলতে চলতে শেষে আগ্রাসী কালের করতলে সঁপে দিই নিজেকে,
ঝরে যায় দেহের সবল ভঙ্গি।
মাটির ওপরে শুয়ে থাকি ঃ
আমার ব্যক্তিত্ব শুধু সময়ের নিত্য ভাঙাগড়া
ওপরে হিল্লোল তোলে জীবনের রঙিন ঘাঘরা॥

## আমার কাচের ঘর

আমার কাচের ঘরে মুখ রেখে যে দাঁড়ালো
মুখে তার রমণীয় হাসি।
রাত্রির আঁধারে সব মিলিয়ে ঘুলিয়ে যায়, আলো,
বিদ্যুতে ঈথারে কাঁপে শার্সি।
তারপর ভেঙে পড়ে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায় কাচ,
গায়ে এসে বিঁধে থাকে অন্ধকার আঁচ।

ঘরের ছুটন্ত কাচে রক্তাক্ত আমার শরীর সর্বদা কাঁপে
যেখানে পা দিই সব কাচের টুকরো, রক্ত ঝরে, বজ্রের ইশারা,
অন্ধকার রাত্রে নেই কোনো দিগন্ত পাহারা।
যে ঘর গড়েছি আমি বুকের রক্তের চাপে
সেই ভাঙা ঘরে আজ আমার দেহের রক্তনদী।

এসো, কাছে এসো, ছাখো, সময়কে দেখবে তোমার যদি ॥

## কাচের আঁধার দ্বীপ

কে চেনে, কি চিনি? আর তোমার আমার তরঙ্গের
বেদনার বায়ু বয়, মাঝে পড়ে থাকে পাথরের নিথর পাহাড়,
মনে হয়, জল ভেঙে যাবো শ্যামল বনের ঘন অরণ্যের গন্ধে,
যেখানে দীপিত মুখ তরুণীর শোভা নিয়ে জেগে কথা কয়।
চিনবো কি তাকে, দ্বীপ? ছোটো ডিঙি ডুবে যায়, নৌকো পথ ভোলে,
হয়তো-বা কাছে গেলে দূরতম জটিল আঁধার শিহরনে হাতছানি দেয়।
মুহূর্তে আমার পথ, লক্ষ্য, ভূমি, সবাই হারায়, ভয়ে ভয়ে ফিরে আসি।
কিন্তু কালো ছোট ঢেউ জ্যোৎস্নার আঁধার গভীরে আমাকে নিয়ত টানে,
সমুদ্রের অসহ্য বিস্তার
পথ শব্দ লক্ষ্য দ্বীপ কোথায় তলায়···

হৃদয়ের জলে জাগে বেদনার অরণ্যের নীল গান ॥

## হে যৌবন, বিদায় বিদায়

যন্ত্রণা, নিঃসঙ্গ বড়ো, বেদনায় ক্ষত হয় হৃদয়ের জল :

মাঝে মাঝে কেঁপে ওঠে দূরের বাতাস।
ঝাউবনে আগুন জ্বলে, পুড়ে যায় ইউক্যালিপটাস
বৃষ্টির দিনের জুঁই ঝরে পড়ে ফোঁটা ফোঁটা জলে, মাটির ওপর,
গন্ধের সাগরে শুধু দূরতম আকাশের পাখি,
মধ্যাহ্ন রোদ্দুরে ডাকে, পাক খায়, ঘোরে নিরন্তর,
তারপর জানি না, কোথায় হারায়, আমিই বা কোথায় থাকি।

একা বসে আছে স্মৃতি : শূন্য ঘর তোমার স্বহস্তে
সাজানো শেলফের বই ধুলো বুকে করে অন্ধকার ঘরে
গোপনে গুমরে কাঁদে।
নীল আলো ক্যাক্টাসে বড়ো বেশি বিঁধে থাকে একাকী টেবিলে
বিষণ্ণ বাদল দিনে।
বেলা যায়, বয়স ফুরোয়, জানি ;
রঙিন অচেনা মুখ তোমার বসন্তে অত্যধিক
আঘাতে জর্জর হবে, স্থির শুধু আমার গোপন ভূমিতল ॥

## অপরিতৃপ্ত কুমারী

অনন্ত অপরিতৃপ্ত কুমারীর বুকে হাত রাখতেই
পৃথিবীর শালিখের বিচিত্র পালক ঝ'রে যায় শেষে।
গাঁটে গাঁটে কেঁদে মরে গোপন ব্যথার মিলনের স্বাদ
অনালোক অন্ধকার গভীর গহ্বরে। নিষিদ্ধ বাতাসে
গায়ে এসে পড়ে ওই রঙিন হাসির যুগল কাঁকন।
শ্রাবণের অন্ধকারে ঘাসের ডগায় বাতাসের মতো
দুলে যায় কেঁপে যায় অদ্ভুত প্রগাঢ় শূন্য অনুভূতি,
ঘন হয়ে মিশে যায় দূরের আকাশে, সূর্যালোক যতো।

কাকের মসৃণ কালো উজ্জ্বল পালকে গাঢ় হয়ে জমে থাকে উচ্ছিষ্ট এবং নর্দমার জল
আকাশে মাটির বুকে মেঘ-জমা বুকের ভেতর থেকে ধারা ব'য়ে যায় অবিশ্রান্ত অর্গল

## কলকাতাকে

সানাইয়ের নীরব সাহানা ও পুতনার বিষ
দুই স্তনে এঁটে হেঁটে যায় বাঁকানো গঙ্গার ধারে গরবিনী, মুখ দেখে নিজের
আঁতকে ওঠে,

বিষণ্ণ গোধূলি বেলা একা চেয়ে থাকে জলে :
পেছনে বনের কুয়াশায় ঢেকে যায় পাখির বিদ্যুৎ আভা—
ধীরে ধীরে নগ্ন বুক থেকে হৃদ্‌পিণ্ড খুলে ধরে,
সহসা বেরিয়ে আসে পশ্চিমের রক্তিম সূর্যাস্ত, জ্বলে ওঠে
বিচিত্র রঙিন জাদু, সমারোহ আলো।
জ্বলন্ত রাত্রির অন্ধকারে শরীরে কিসের গন্ধ, শক্তি তেজ
বল বীর্য ক্লান্ত হয়, ঢেকে দেয়
বিশাল গম্বুজ, বাড়ি, নরনারীর মিলিত দেহ।
সুহাসিনী বিলাসিনী গভীর অন্ধকার চুলে মুখ টিপে হাসে, বিচিত্র বাতাসে,
মাঝ গঙ্গার ঢেউ থেকে বাজে দূরান্তের আঁধার আলোর বাঁশি ॥

## হত্যা

তোমাকেই আমি হত্যা করি প্রত্যেক মুহূর্তে,
আমার রক্তের মধ্যে হত্যা হাসিমুখে
মাথা নাড়ে শিমুলের গাছে।
হত্যার আনন্দ লাল একশ পতাকা তুলে
সমারোহ করে চারিদিকে,
রক্ত কৃষ্ণচূড়া ওড়ে চৈত্রের রোদ্দুরে!
হত্যার আনন্দে দেখি আকাশে বেলুন।

দুঃস্বপ্নের ঘুম ভেঙে পড়ে আছি
শূন্য বায়ুস্তর থেকে জলের অতলে।
পৃথিবীর সব গাছ উপড়ে পড়ে গেছে জলে,
গাছের পাতার পচা গন্ধ স্রোতের শ্যাওলায়।

অধিকার, হত্যা, প্রশ্ন সময় ব্যাকুল
ওদিকে বালির নদী বয়ে যায়,
ঢেকে দেয় অরণ্যের চুল ॥

## হে জীবন

চৈত্রের আকাশে ঝড়ো হাওয়ার মাতন
নাচন লেগেছে সাপুড়ের সাপের বাঁশিতে
তার হাতে গাছের শিকড়ে ফণা নামে।
রমণীর, নদীর শরীর ঘেমে যায়, জলো বালির ওপর শুয়ে আছে কাঁকড়া বিছে।
জলের ভেতরে শ্যামল শ্যাওলার স্তব্ধ স্রোত
মেঘমাখা সূর্যে রৌদ্র, ঘুমোয় অশ্রান্ত
ফিনিক দেয়া চাঁদের জোছনায় রাঁধছে ঝাঁঝালো মাংস কারা যেন
ওখানে জেলখানার পাশে ডোবার জলে মরা কুকুর, পচা গন্ধ, ধেনো
বসন্তে ফাল্গুনী পূর্ণিমার বাতাসে দ্রুত ওড়ে, ভরে দেয় প্রগাঢ় চুমোয়।
কাঁটার বুকে ওকি গোলাপ, না গোলাপের শরীরে কাঁটা ধরে আছে সে
কিসের ছাপ?
একথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ শিকড়ে লুকোয় লাউডগা সাপ।
সকালের সূর্যের দিকে আনন্দে ল্যাজ নাড়ে উৎফুল্ল ছাগল
জন্মমৃত্যু জীবনমরণ নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস একই ছন্দে
কাম স্নেহ দুঃখে ও আনন্দে
দোলে রাস্তার পাগল।
বিলাসী সব ভোজ্যদ্রব্য কয়েক ঘণ্টায় মল হয়ে দুর্গন্ধ ছড়ায়।
এক প্রান্ত ছেড়ে মুক্তি অন্য প্রান্তে?
না দুই প্রান্তের মাঝে নদীর আশ্লেষে আমার জীবন
হে জীবন। বলো, বলো, কোথায় তোমার সত্য, কোথায় আমলকি বন?

## পশ্যন্তী

সন্নিবিষ্ট জ্ঞেয়াকারা প্রতিলীনাকারা নিরাকারা চ পরিচ্ছন্নার্থপ্রত্যবভাসা…

খরগোশের লোমের মতো ভীরু অন্ধকারে ধ্বনিময় আলো কেঁপে যায়,
সমুদ্রের জলের দিগন্তে ভাসে আমার চেতনা, ধ্বনি,
ঝুঁকে-পড়া আকাশের গান, সাগর আকাশে কোনো ব্যবধান নেই,
এর থেকে একটি বিচ্ছিন্ন ঢেউ শব্দের মতন ফাটে,
আকাশে ছড়ায় রঙ, বাতাসের ধ্বনি মেশে, পাখির পালকে জাগে ওড়া,
সংসারের বেদনায় শব্দের এই ঢেউ নিরন্তর দুলছে শূন্যে,

বিবিক্ত শব্দের ঢেউ ক্রমে ক্রমে ঢেকে ফেলে
মানুষের অনন্ত সংসার কর্ম, সুখদুঃখ ও বেদনা।
তারি ওপর নির্ভয়ে দোলে মানুষের অব্যক্ত চেতনা,
শব্দে চিত্রে তারি ছায়া, ধ্বনি, মুহুর্মুহু পরিবর্তনের খেলা।
স্রোতের মতন ভাসে একই নদীর দুই তীরের মাঝখানে
শব্দের পালকে নামে প্রবহমান বেদনা, দুরন্ত আকাশ, উত্তাল উদধি॥

যে রমণী আমার চোখের সামনে লজ্জায় খোলে নি তার অন্তর্বাস,
রঙিন ধ্বনির গন্ধে গাঢ় উষ্ণ আলিঙ্গনে
পশ্যন্তী রমণী
ঢাকে আমার নিশ্বাস॥

## প্রেম

আমাকে বনের মধ্যে অজান্তে কে ফেলে গেছে স্তব্ধ রাত্রে···
ভেজা মাটি শুকনো পাতা, বুনো গন্ধ. চারিদিকে অন্ধকার,
চাঁদের আলোর কোনো চিহ্ন নেই, বাতাসের কাঁপন নেই,
শুধু স্তব্ধ বনে থম্‌-ধরা পরিবেশ
পায়ে হাঁটলেও শুকনো পাতার কর্কশ চিৎকার।
পাশে হাঁটলেই অন্ধ গোপন সুড়ঙ্গ, হয়তে বা মাটির আগুন থেকে
রঙ নিয়ে সাপ বেরিয়ে আসবে, বুনো শুয়োরের ঘোঁতঘোঁত।
গাছের পাতার ঘন জটিলতায় গাছের স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত
কোথাও যে জল খাবো তার চিহ্ন নেই, হয়তো বা আছে
পাতার আড়ালে, কিন্তু সেখানে সরীসৃপ নিরিবিলি শান্তিতে ঘুমিয়ে···
রাস্তা থেকে কোনো গাড়ি অথবা মানবসংসারের চিহ্ন নেই,
কোনো শব্দ হলে চেয়ে থাকি, এতো একাকিত্ব, তবু কেন
শান্তি নেই, কোলাহলের এমন মৃত্যু, তবু কেন সব ভুলে
যেতে পারিনা শালের পাতার ফাঁকে, গাছের শরীরে
এতো নিষ্পাপ পবিত্র গন্ধ আদিম সৌন্দর্য,
তবু কেন নিবিড় আনন্দে শুয়ে থাকতে পারছি না?
বুনো ফুলের এমন প্রাণোচ্ছল হাসি
নারীর মতন স্থায়ী বিষণ্ন মদিরতার আকর্ষণী গন্ধ
আমি কেন মিশে যেতে পারছি না?

এ রকম বনেইতো আমি আসতে চেয়েছি প্রগাঢ় ঘুমের ঘোরে
স্বপ্নে আকাঙ্ক্ষায় গাছ ও পাতার সঙ্গে এক হয়ে মিশে যাবো।
আমি বনে যেতে চাই, তবু বনে শান্তি নেই কেন?
শান্তি কি আকাশে স্বচ্ছ স্বর্গে ভূতলে মাটিতে
জলে স্থলে কোথাও নেই?
নিজের অশান্তি আমি নিজের ভেতরে রোপণ করেছি জন্ম থেকে,
হে নিসর্গ, তোমাদের সঙ্গে আমার চেতনা এক করে দাও,
বনের পাতার ধ্বনি মর্মরিত হিল্লোল জাগালো:
'রমণীর শরীরের অরণ্যে তোমার মুক্তি, তোমার বেদনা।'

## একটি রোগীর করুণ প্রার্থনা

প্রাচীন অশান্ত প্রেমিকের মতো দূরের বিরহ ক্লান্ত লালগোলার ইঞ্জিন
ধূসব প্রান্তর হেঁটে শীতের আঁধার ছিঁড়ে চলে গেলো;
জোনাকি আঁধারে জেগে রইলো
একটি প্রার্থনা: কোথায় তোমার ঘুম?

অলস রোদ্দুরে ভাসে ক্লান্তি, বিষণ্ণ রাত্রির অন্ধকার,
দূরের সংসারে কলস্বর;
নিঃসঙ্গ মাছিরা শাদা বালিশে খাবার খোঁজে দ্বিপ্রহরে;
ওদিকে অজস্র পাখির অশ্রান্ত কলতান, স্তব্ধ গাছেরা নিঃঝুম।
রাত্রির বিস্রস্ত ক্লান্তি হুইসিলের হাওয়ায় জাগলো আবার,
চারিদিকে নিস্তব্ধতা, রোগীর কাতর কান্না ছুঁয়ে যায় পাতার শরীরে

নার্সেরা ব্যাণ্ডেজ বাঁধে, রক্ত চুঁয়ে পড়ে নলে,
কারো কণ্ঠে গান ভাসে, কেউ গল্প শোনে, কাতর গোঙানি ওঠে
রক্তছেঁড়া বুকের ভেতর থেকে।
ছিঁচকে চোর, কাটা-মাথা নিয়ে দস্যু গল্প জোড়ে হৃদয়-অতলে;
অসহায় স্নেহে জাগে বুদ্ধের করুণা, প্রেম।
নার্সের পায়ের খট্‌খট্‌, ভাঙা স্বর, ওল্টানো রক্তিম ঠোঁট।

সময়ের স্রোত দ্রুত বয়ে যায়, সারারাত্রি আলো জ্বলে অপারেশনের ঘরে,
অন্ধকার স্তব্ধ আমগাছে কিসের ধ্বনি ভাসে গুমরে গুমরে,
যন্ত্রণার হাত থেকে ঘুমুতে চেয়েছি আমি রাত্রির আলোয়, গভীর অস্ফুট
যন্ত্রণা আমার ঢোকে অন্য রোগীর রক্তের নীচে, হাসপাতালের সমস্ত
পঙ্গু যন্ত্রণারা মাথা খোঁটে আমার শরীরে ;
কুঁজোর ওপরে শাদা কাচের গেলাস মুখ আটকে আছে, সবুজ ডাবের দেহ।
লালকালো কম্বলের ওপর শীতের হাওয়া বয়ে যায়।
চারিদিকে নিস্তব্ধতা, নিঃসঙ্গ কর্কশ আলো দেহের অস্তিত্বময় যন্ত্রণায়
ঝাপসা আকাশে ওঠে বরফ কুয়াশা
গাছের ছায়ারা উঁকি দেয় ঘরের শার্সিতে, খোলা চোখে আশা।
শাদা কাপড়ের শুদ্ধ পবিত্রতা এ সময় বাহুতুলে দিয়ে যায়
ব্যর্থ পেথিডিন ইন্‌জেকশন্…

## নিশ্চিন্ত খুঁটি

একটি নিশ্চিন্ত খুঁটি আমার প্রার্থনা
যার কাছে প্রত্যর্পণ করতে পারি আমার হৃদয়
দিতে পারে অপার করুণা
এতো তর্ক, উর্ধ্বমুখী সচেতন প্রশ্ন, জীবনের কালো মৃত্যু,
সান্ত্রীর মতন জেগে জেগে লাল চোখে আমার বেয়নেটের জ্বালা
একটু ঘুমুতে চাই, পৃথিবীর বস্তু
ঘেঁটে ঘেঁটে চোখে পড়ে রূপ ভেঙে যায়, মনের গোপনে অন্ধ নালা
মনের অর্গলে ক্লোরোফর্ম দিয়ে নিদ্রিত নয়নে ঘুম
প্রশান্ত নদীর হালকা জলে ভাসবো, হাসবো,
উঠবে আনন্দ ঝুমঝুম,

স্বপ্নচোখে ভাসমান মেঘের খেলায় এ মুহূর্ত পরিবর্তমান,
শিশুর মুখের হাসি সদ্য গোলাপ বিরাজমান
সমর্পণ বিশ্বাসের নিশ্চিন্ত একটি খুঁটি চাই
তাই যেখানে সেখানে উর্ধ্বে বারংবার আকাশে তাকাই॥

## সব ঠিক আছে

সব ঠিক আছে তবু যেন কিছু নেই।
থরে থরে প্রিয় বস্তু সাজানো রয়েছে।
খ্যাতির পানের ছোপে লাগে আরামের সুগন্ধি জর্দা
কিন্তু আপন হৃদয় গুহার অভ্যন্তরে বসে
আঁধার বোবা পাখি কেঁদে কেঁদে পাখা ঝাপটায়
বিদেশিনীর রেশমি চুলে।
বীঠোফেন বাখ্ সুরে দোলে দেয়ালের নির্বাক ছবির ভেতর
ঝর্নার শীতল জলে ওড়ে ঝড়ের বাতাস,
অবিরত লুটোপুটি খেলা করে, তবু
দূরের হাওয়া হারিয়ে যায় জলের দোলায়॥

## জলের আকাশে নীল পাখি উড়ে যায়

বড়ো বেদনায় তোমার প্রতীক্ষা নিয়ে
বসে আছি বহুদিন
দিন যায় রাত যায় নিস্তব্ধ নদীর স্রোতে সময় মিলায়
মেটাল রাস্তার পাশে
শাদা লাল বৈশাখের সকালে হলুদ আসন
ছড়িয়ে সবুজ ঝরা রাধাচূড়া হাসে
পদ্মের নিভৃত আলো নীরব কান্নার সুরে
দাঁড়ায় সর্বাঙ্গ মেলে
পাতার আড়ালে
ডিজেলের ধোঁয়া ফেলে গাঢ় আস্তরণ গাছে ফুলে ঘাসে
দিগন্ত রোদ্দুরে
সবুজ বাতাসে ওড়ে
নীল মেঘ, কাঁদায় আকাশ
বড়ো বেদনায় তোমার প্রতীক্ষা নিয়ে বসে আছি বহুদিন
সর্বাঙ্গ ঢাকবে তুমি
জলের আকাশে নীল পাখি উড়ে যায়……

## সব কথা কোথায় হারায়

'ঠিক আছে চেষ্টা করবো, পরে আসবেন'
শব্দ করে কাক উড়ে যায় দূরের আকাশে
আঁটো জামা গায়ে রিক্‌শায় ফিরিঙি মেয়ে
ঠুনঠুন শব্দ তোলে রিক্‌শার হাতলে
'আজও তোমাকে দেখে হৃদয় আমার পরাগের মতো ঝরে'
রেডিওর এরিয়ালে সিগনালের ঝড় ওঠে
রেফ্রিজারেটারের একটানা ঝিম-ধরা শব্দ
পাখার শোঁ শোঁ শোঁ ট্রামের ঘর্ঘর
বাসের ধোঁয়ায় থ্রম্ থ্রম্ থর্
চৈত্রের প্রখর রৌদ্রে পুরুষ মাছিরা গান করে অতীব মন্থর
'হে নারী তোমার উত্তুঙ্গ রঙিন বুকে কিসের নিষ্ঠুর ব্যথা কাঁদে'
বিকেলের আকাশে ঘুড়ির ছর ছর শব্দ ভাসে হাতের লাটাইয়ে
কতো জনের সুতীব্র চাপা দীপ্ত কণ্ঠস্বর
মিলিত ধ্বনিতে কাঁপে, ওপরে বাড়ির ছাদে তোলে ঢেউ
'লেনিন তোমার কাছে সমর্পিত আমার হৃদয়'
নদীর চুলের গভীর অরণ্যে মাছরাঙা পাখি হাঁ-করা চিৎকারে
বিলাসিনী লেকনিদ্রা ভেঙে চমকে তাকায়

দেহে দেহ মিলিয়ে দেখেছি শরীর নীরবে হাসে
হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয় মেলাতে গিয়ে দেখি
গ্রীষ্মের দুপুরে রক্ত পতাকার হাসি
হা হা হা হা করে সব ছিঁড়ে উড়ে যায়

সব কথা কোথায় হারায় ·

## খেলনা

রোজ রাত্রে প্লাস্টিকের খেলনা হাতে নিয়ে
কৌতুকে দেখাই তাকে যে আমার প্রিয় ;
রোজ রাত্রে ভেঙে যায় বালিশের নীচে,
মাঝ রাত্রে ঘুম ভেঙে বলে উঠি নিজেই ওকি ও।

তারপর থেকে চোখে ঘুম নেই
উন্নিদ্র জাগর চোখে চেয়ে দেখি শূন্য রাত্রি
দীপ্ত বেগে ছুটে চলে. জলন্ত গাড়ির চাকা
ঝমঝম থমথম ঝরঝর থরথর কাঁপে, রাস্তা স্থির,
চিত্তরঞ্জন এভেন্যু মুখর রাত্রিতে, ওই পাশে হাসপাতালে
দুঃস্থ আলো রুগীদের চোখে জেগে থাকে,
ঠুনকো রিক্শা জাগে, একচক্ষু আলো জ্বলে,
পেছনে দুচোখ লাল করে মোটর উধাও,
টেম্পো এক্কা বাস লরি ভ্যান অ্যাম্বুলেন্স নিয়ত ছুটছে,
মাঝে মাঝে চমকে উঠি, কেঁদে ওঠে বুক,
ঘুম নেই, জ্বালা চোখে ব্যস্ততাই জাগে শুধু
জীবনের প্রতীকের মতো রঙিন খেলনা সন্ধ্যায় আবার ফোটে
রাত্রির আঁধার চাপে ভাঙে ॥

## অলৌকিক

আমার আড়ালে কে তুমি দাঁড়িয়ে আমাকে ভাসাও ?

শালিখের খয়েরি ওড়ায় জাগে পাখার বিচিত্র রঙিন আল্পনা,
অপূর্ব সুন্দরী রমণীর গা থেকে রেশমি আবরণ
চকিতে হঠাৎ উঠে গেলে জ্বলে উঠে
স্তনদ্বয়ে সুন্দর তনুর অলৌকিক লাবণ্যের আভা।
চোখ-ভেজা অন্ধকারে ভরে থাকে ফুলের ছায়ার গন্ধ,
সর্ষে বিন্দুর আনন্দে আমরা ব্যথার সাগর পেরোই সারাটা জীবন
আমাকে আড়াল করে আড়ালের পর্দা ছিঁড়ে
অকস্মাৎ আমাকে কোথায় নিয়ে যাও ?

রাতদিন ম্লান চেতনায় অন্ধকারে এর জন্য উন্মুখ হৃদয় ॥

## মৃত্যুর জন্ম

ঘরের ভেতরে বড়ো অন্ধকার রমেন্দু, বাইরে চলো,
বালির ওপর ছাখো, আমার পায়ের চিহ্ন
কাঁদছে বৃষ্টির ধারা পাবে বলে,
ছাখো কালরাত্রে ঝড়ে বালির তুফান তুলে
মাটি ভেঙে দিয়ে গেছে ধ্বসে পড়ছে তোমার ঘর
এখন আমাকে তুমি অনুসরণ করেই এগোবে এখানে
ঝড়ের বিপদ পথে পৌছবো অদৃশ্য নীল জলে
যেখানে সমস্ত শাদা ঢেউ লাফায় আমাকে দেখে
এক অতীত অপর অতীতে মিশুক
আমাকে কিসের ভয় তোমার রমেন্দু
রুগ্ন চেহারায় ওকে হাঁ করে থাকতে দাও
একা ঘরের মদের ফেনিল তরঙ্গে

চলো, দেখছো না ওর ভয়ের সুতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ
অপূর্ব জ্যোৎস্না রাত্রে মেঘের আঁধার জলে ভরে এলো
তীরের বালির কান্না ডুবে গেল রাতের জোয়ারে
আমার গোলাপী বুকে সাগরের শাদা ঢেউ ফুলের মতন
নাচানাচি করে
আমার শরীর থেকে সমস্ত বাহার উড়ে গেল দূরে
ছাখো সাগরের বুকে উদাস দিগন্ত
দেহের ভেতরে খেলা করে কেমন মৃত্যুর জন্ম ॥

## বিষাদের অশ্রুতাপে

বিষাদের অশ্রুতাপে শুকায় কান্নার জল,
দেখা দেয় গাঢ় রক্ত, চোখে ভাসে মেঘের আকাশ।
চারিদিকে অন্ধকার, মাঝখানে চঞ্চল তরঙ্গ অবিচল,
এরি মধ্যে ম্লান আলো চুলে মুখ ঢেকে কাঁপায় বাতাস।

হে আমার বিষাদের বেদনার অসীম কান্নার জল!

## রমণীয় পাপ

শ্মশানের কালো অন্ধকার রাত্রির ঘুমের মতো
নদীর গভীর জলে মিশে থাকে,
আরো নীচে নির্বাক আগুন, তীব্র শিখা।

বেদনা, পাথর, মাটি, কান্না
অসংখ্য কর্কশ নুড়ি, মাছের ঝাপটা,
রঙিন ল্যাজের খেলা ;
অনুক্ষণ গান করে জল চেতনায় স্রোতের মতন।

নারীর চুম্বনে বিষ, অধরে তিক্ততা,
দাঁতে অসংখ্য জীবাণু শাদা চোখে ভেতরে তাকায় ঠোঁটে,
শরীরের রোমকূপে আর্দ্র কামের রিক্ততা
ভেজা মাটির মতন কথা বলে ওঠে।
শাদা জামরুলে ডেঁয়ো পিঁপড়ে ঝুলে আছে।
কর্কশ ঝাঁকড়া চুলে
কুণ্ডলী পাকিয়ে সাপ চোখ খুলে পড়ে আছে মনে হয়।

রক্তে লেগে থাকে অজানা পুণ্যের পাপ ;
ঝুঁটি ধরে নাড়ায় আগুন; সব কিছু পোড়ে।
নগ্ন রক্তে
অন্ধকার জলের মতন একাকী জড়িয়ে আছে
রমণীয় পাপ ॥

## সম্মিলিত মুখের আল্পনা

চৌরাস্তার মোড়ে মত্ত মাস্তানেরা
দুরন্ত গতিতে চোদ্দ পাথর ছুঁড়লো মাথার ওপরে।
রক্তের ভেতরে রক্ত উন্মত্ত অধীর আনন্দ জাগায়
ওদের অন্তরে

সকলে লাফিয়ে উঠে আরও পাথর ছোঁড়ে,
চুলের ভেতর থেকে রক্তনদী
তরঙ্গে তরঙ্গে দোলে।

সূর্যাস্ত সময়ে পশ্চিম আকাশ দেখে, হাসে,
পৃথিবী যেমন ভোলে
ঢেলে দেয় স্নিগ্ধ রক্তের আবির।
ধ্যানী জ্ঞানী শিশু জাগে, গান গায় আনন্দে নিবিড়।

চুলের গভীরে রক্ত অদ্ভুত সুন্দর,
দেহের রক্তেই সব রূপান্তর
জন্ম মৃত্যু ভালোবাসা নারী, শরীরের আঁধার বিপ্লবে
মৃত্যুর চুলের কোনো প্রয়োজন নেই,
ফাটানো রক্তেই উঠবে
মুখের আল্পনা॥

## প্রকৃতি : মানুষ

নিশীথদুয়ারে অন্ধকার,
মাথায় পাহাড় স্থির.
গভীর আগ্রহে বসে আছে নিস্তব্ধ নদীর তীরে।
মেঘ এসে ছুঁয়ে যায় হৃদয়ের সরোবরে।
চোখে ঝরে বৃষ্টিধারা, বাতাসে ফুলের গন্ধ,
রাত্রি এসে শরীরে লুকোয়
বিক্ষুব্ধ ঝড়ের কান্না মেখে॥

## নদীর একূল ওকূল

বারবারই গিয়েছি
ঠকেছি কেবলি
পাবো বলে কোনো আশা নেই,
দেখাও মেলে নি।
তবু দূরতর সন্ধ্যার বাতাস মধ্যাহ্ন রাত্রির গভীরে
আচমকা জাগায় অন্ধকার ফুল।
ভেঙে যায় এপার ওপার একূল ওকূল ॥

## বোধের গভীরে

বোধের গভীরে শূন্য কিচ্‌কিচ্‌ বালি
গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে নিরন্তর জ্বলে যায়,
পাশে শ্যাওলার কালো জল
স্তব্ধ দুপুরের রোদে নিস্তব্ধ পাথর, তৃষ্ণার পিপাসা নেই।
আমি আছি, জলের তরল গন্ধে
এর কোনো চিহ্ন নেই, আলিঙ্গনে বড়ো ঘৃণা,
শুকনো কাঁটা বেঁধে, অবোধ বিতৃষ্ণা,
আকাশে চোখের জলে নির্বোধ বাতাস
শূন্য অন্ধকারে নিস্পন্দ, অবশ :
কথা শুধু নিরর্থ যন্ত্রের ধ্বনি হয়ে জেগে ওঠে,
গন্ধরাজ চোখে ঠেকে নিরেট পাপড়ি, গন্ধহীন
বোধের গভীরে আরো নিশ্চেতন অন্ধকার
গোবার মতন কালা
সময়ের শূন্য গর্তে স্থির।
দেহের শরীরে শুধু শিথিল স্নায়ুর অসহ্য কাঁপন
দিশাহারা দুঃসহ বালির বোবা অন্ধকার ॥

## আঁধার হাওয়া টেনে

গাছের গভীর থেকে মর্মান্তিক শব্দ নিশীথরাত্রির অন্ধকারে
অস্থির ঘুমন্ত মানুষের বুকে নীল হাওয়া ছড়িয়ে দিল,
'মানুষ, অসুখী বড়ো তুমি!
ঘণ্টায় তোমার যাত্রা ছ'হাজার, চোদ্দ হাজার মাইল,
সাড়ে সতেরো হাজার, পরে ছাব্বিশ হাজার তিন শ' মাইল,
হয়তো আলোর চেয়ে দ্রুততর হবে তোমার চলার গতি,
এখন সেকেণ্ডে আটষট্টি মাইল গিয়েও তোমার পথের
আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই,
বিশ্বে, শূন্যে, মহাদেশে, চাঁদে, মুহুর্মুহু পরিবর্তন তোমার,
ভেবে দেখো, তোমার রক্তের গতি প্রখর তারও চেয়ে।'
গতিবান জল দূরে মুষড়ে পড়ে রইল নদীর মোহনায়
অগ্নিগর্ভী সমুদ্রের জল ফেটে পড়তে চায়
দূরের চাঁদের আকর্ষণে মাটির নীচের তাপে,
সবুজ ঘাসের মধ্যে কোলাহলের হলুদ শিহরন জাগে
সন্ধ্যা রাত্রির আকাশে
টগর, মল্লিকা জুঁই রক্ত শিমুলের দিকে তাকিয়ে কিসের
বর্ষণে যেন সে স্থির
সব রূপ গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায় মাইক্রোওয়েভের অদৃশ্য গতিতে
আরো যেতে হবে, দূরে, কারণ অসুখ এখন বেড়েছে বড্ড বেশি

আঁধার হাওয়া টেনে নিয়ে বৃক্ষের ভেতরে কার নিরন্তর প্রতিধ্বনি॥

## রাত্রি বারোটার ট্রেন

আমি বেঁচে আছি কিনা
একথা জানার আগে রাত্রি শেষ দিন শেষ।
নিস্তব্ধ শীতের রাত্রি, ধোঁয়াময় কুয়াশার বুকে ট্রেন
সুতীব্র হুইসিলে জাগায় বিরহ, আমি একা পড়ে আছি
অশরীরী বেদনার কান্না শিশিরের জলে ভাসে
নিদ্রাহীন চোখ শোনে সময়ের ঘণ্টা,
এ্যাপ্রার্সের মতো শাদা ভোরের সকাল।

দিকে দিকে জীবনের চাহিদায় মুখর চাঞ্চল্য,
নির্বোধ শিশুর কণ্ঠস্বরে মায়ের বিরক্তি, খর সূর্য,
গণবিক্ষোভ, আক্রোশ, দিগন্ত আবৃত
বাড়িশূন্য, স্রোতের রাস্তায় ভাসে রঙিন পাপড়ি
মিছিলে মিছিলে লাল, লাল ফেস্টুন, বল্লম শর্কি লাঠি,
বড় হাতে ভেঁপু বাজে
মানুষের হাতে আদিম শিকার, তীর ও ধনুক
টিয়ারগ্যাসের গুলি এবং রাত্রির নিস্তব্ধতা
সকলেই বলে, দিন গেল। রাত্রির হাই ওঠে, বদহজমের চুঁয়াঢেকুর
মুখের গর্তে !
রাত্রি বারোটার ট্রেন জলশূন্য নদীর ব্রিজের ওপর বিচ্ছেদ
জাগিয়ে উধাও

## বদ্ধ জলাশয়

জলের গভীরে আলো শুয়ে আছে একান্ত নিস্তেজ
জড়িয়ে ধরেছে কাদা, পঙ্ক।
চারিদিকে ভাঙা কাচ, ঝিনুক, ভাঁড়ের টুকরো,
ভাঙা চুরি, আয়না চিরুনি, খুন্তি, মার্বেল পাথর
এলোমেলো বিভিন্ন চুলের জট, থ্যাঁতলানো খোঁপা,
যেন বিপর্যস্ত যুগে ত্রস্ত মানুষেরা।
এর মধ্যে হেঁটে যায় খয়েরি রঙিন সাপ···
কোনোদিকে জল বেরুতে পারে না,
স্থির হয়ে
কালো জল রোদের উত্তাপে সারাদিন ওঠানামা করে।
আকাশে তারার চোখে
শুধু দূরের রাত্রির স্বপ্ন দেখে ॥

## কোথায় স্বদেশ

কোন্ দিবালোকে ছায়ার কুটিরে চেতনা আমার একটু শান্তি পায়·
মৃত্যু কি স্বদেশ ?. .
তবে জীবনের আলো কেন মাতৃজঠরের গভীর সুড়ঙ্গে হাতছানি দেয়
পরমাণু শরীরে জমাট বেঁধে নিয়ত অশান্তি আনে
অন্ধকারে মিলে যায় পরমাণু গভীর নিঃস্বনে
রমণীর শরীর গহনে মায়ের স্নেহের বেদনায়
নিসর্গের হঠাৎ আলোর কান্নায়
কোন্ স্বদেশ ফিরিয়ে আনে ?
এক দুই তিন করে বিরাট সময় কেটে দেয় অনন্ত জীবন
এমনকি শেষ করে পরমাণু নিঃসঙ্গ রণন
আঁধার আলোক সীমা ও অসীম এক মুহূর্তে নিঃশেষ
পৃথিবী কি একই কেন্দ্রে ঘোরে দিন রাত্রি, জুড়ায় আবেশ ?
এসকল প্রশ্নে কোনো সদুত্তর নেই
শুধু ভেসে যায় জীবনের নদী ॥

## কোনো মাতালের নৈশ সঙ্কল্প

'কলকাতা শয়তানী, তোকে আমি হত্যা করবো,
তোর পেটে ক্যান্সার, ফুস্ফুসে ক্যান্সার, পা ও মাথায় দগ্‌দগে ঘা,
পেটের গহ্বরে তোর কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস
রক্তের অমল বিভূতি এবং মন্ত্রের সাধন,
মৃত্যু মন্ত্রে দিগন্তে সবুজ ঘাসেরা জ্বলে যায়,
জ্বলন্ত নিঃশ্বাসে তোর ঝরে পড়ে ভোরের শাদা শিউলি,
আকাশের বৃষ্টি তোর তাপে শুকিয়ে উধাও।
চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে তোর ন্যাংটো শরীরে
চাক চাক বীভৎস দাগ,
যতো তোর কাছ থেকে দূরে আসি, বৃহত্তর কলকাতা, মফঃস্বল,
সমস্ত পশ্চিমবঙ্গ—
হাসপাতালের জানলা দিয়ে হাসির বিচিত্র ধোঁয়া ছড়িয়ে ঢেকে দিস।

ন্যাশনাল লাইব্রেরি, বিড়লা প্ল্যানেটরিয়াম
পরেশনাথ মন্দির, ভিক্টোরিয়া জাদুঘর তোর হাসির কুয়াশায়
ঢেকে যায়।
ক্লাইভের অবৈধ সন্তান তুই,
যাকে পাস তাকেই তুই তোর কলঙ্কিত শয্যায় টেনে নিয়ে
কামনার ছলনায় চাদরের নীচে লুকিয়ে ফেলিস,
দম আটকে মরে যায়, তোকে আমি হত্যা করবো,
অস্ত্রেশস্ত্রে বোমায় আগুনে তোকে আমি জ্বালিয়ে ছারখার করে দেব,
তোর বিচ্ছিন্ন শরীর বীজ হয়ে ফুল ফোটাবে আকাশে।'

সন্ধ্যায় তখন আঁধার আলোয়
বারে বারে তীব্র তেতো সুরা সকলের মুখে,
উন্মাদ সৌন্দর্যে নগ্ন আরক্ত নর্তকী হাসছে সম্মুখে ॥

## বুকে আমার

বুকে আমার তীব্র জ্বালা
বড়ো তৃষ্ণা
সকাল বেলা পেয়ারা ফুলে আকুল শাদা কেশর যেন
ঝিলমিলিয়ে কাঁপে
অস্ত রক্তিম দূর আকাশে দ্যাখো
তারা-ছোঁওয়া শাদা-হাওয়া
ভোর বেলায় জলের মতো কান্না নিয়ে
আমার হৃদয় জুড়ে তৃষ্ণা আছে শুয়ে
তোমাকে চাই দীপ্ত রোদে
প্রতিদিনের দিন ঘিরেছে চতুর্দিকে
ভিক্টোরিয়া বাসের ধোঁয়া হলুদ তাঁবু
এরি মধ্যে সবুজ স্রোত
অমল আলো দিগন্তের ওই নীল আকাশ
দাঁড়িয়ে থাকো তুমি একা এখানে ॥

## তমসো মা জ্যোতির্গময়

হে মানুষ, এখানে আমার মাটি নেই,
আমি জমি চাই ;
হে মানুষ, আমার শরীর বহুদিন আলস্য জড়িয়ে আছে—
যাচ্ছে তাই ;
বল্লম শর্কি বর্শা দাও
মানুষের দেহকে খুঁচিয়ে দিয়ে রক্তের আগুন জ্বালতে পারি
বিচ্ছেদ উধাও।

সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ

সবুজ বিস্তৃত মাঠে অরণ্যের গভীর ছায়ায়
নিস্তব্ধ সরোবরের হাঁসঘুমনো আলোয়
দেখতে দেখতে বল্লমের ঘর জেগে উঠলো
কাক পক্ষী বসে বিদ্ধ হয় ; বাতাস কাঁদলো

মানুষের রক্ত মাংস কিসের আশায় বল্লমের শীর্ষে বাসা বাঁধে
রক্তের আগুন ঝলসে ওঠে রাত্রির দিগন্ত অন্ধকার
দিনে রাত্রে রক্তের উল্লাস মেতে ওঠে

মানুষ, তোমার এই জ্যোতির দিগন্ত……

## ডিলান টমাসকে

তোমার একই আশা গাছে, ফলে শরীরে, হৃদয়ে ;
জীবনের দুঃখশোক, ইঁদুরের হতাশা বিস্বাদ, কে না চায় ভুলে যেতে ;
কথা বলতে বলতে হঠাৎ ঘুমিয়ে কি যে শান্তি, জানে না এখানে কেউ,
সুখের শয্যায় শুয়ে জানালায় রোদ্দুরের খেলা পাহাড়ের মাতলামি সুন্দর,
কারণ জীবনের সুখ নেই, নিরন্তর অন্ধকার দুঃখ হাহাকার বাতাসে সর্বত্র,
কথার ফুলের সুতো-গাঁথা নিরাশ ব্যর্থতা,
বন্দরে বন্দরে বড়ো কোলাহল, ভেজা ঘাম, জলের আর গাছের সাক্ষাৎ,
শুঁটকি মাছের পচা গন্ধ, মাছের কঙ্কাল
ভিখিরি মেয়ের নগ্ন বিসদৃশ স্নান, জাহাজে ন্যাঙটা সিটি
জাহাজ নৌকোর দ্রুত অশুভ সঙ্গম।

তার চেয়ে ঢের ভালো আনন্দের অন্ধকারে গাঢ় নিদ্রা,
মদের নেশায় শান্ত ঘুম, নিরাসক্ত উদাস বৈরাগ্য
কবিতা শুনতে চাও যদি, তবে দিও এক বোতল বিয়ার
আমার সকল ভাষা থেমে যায়, কথার মাদকতা আঁধারে অদৃশ্য,
বেদনার জ্বলন্ত সংকেতে কথা হারায়, হারায় জীবন
শুধু থাকে আকাঙ্ক্ষার স্বপ্ন
অদৃশ্য সংকেত পাবো বলে জীবনের বলিদান অনিবার্য
স্ত্রী যদি কখনো টেনে নিয়ে যায় মদের নিবিড় আড্ডা থেকে
গভীর রাত্তিরে
সে আমার টানে নয় : মদের মাদকতার লোভে, অন্ধকার মৃত্যুর রহস্যে ॥

## আমার জন্মভূমি

মাগো,
স্বপ্নে কেন এতো তীব্র জ্বালা
শ্যামল জলে ভাসায় কেন ভীষণ রক্ত
তোমায় পেতে নিবিড় প্রাণে দোলে কিসের ছায়া
তোমার বুকে মুখ লুকোতে কেন যে আসে লজ্জা

কোথায় যাবো কোথায় পাবো আমি…

যে দিকে তাকাই ভয়ের কান্না ভাসে জলে
সবুজ ঘাসের দূর দিগন্তে অবুঝ পাখির অশ্রুসজল আঁখি
হাতছানি দেয় এপার থেকে সে
হায়রে আমার ! হাতে কিছু নেই বাকি
পুব আকাশের সূর্য দেখায় গভীর হেসে
'ভাঙা গম্বুজ।
ফাটা তরমুজ !
বিকেল বেলায় এখন আমরা পশ্চিমে নামি…

## রক্তে ভেসে গেছে

মাঝরাত্রে আচমকা ঘুম ভেঙে যায় কার ডাকে,
জোর করে দরজা নেড়ে বলে :  'ভাই বার্ণিক, ওঠো দেখি তুমি,
এসেছি নিতাই আমি, তোমার বাল্যের বন্ধু, যাকে
বুকের ভেতরে তুমি দেখিয়েছিলে নীল পদ্মের রক্তভূমি।
এখানে আসিনি আমি পায়ে হেঁটে, শরতের জ্যোৎস্নায়
শীতল পদ্মার শান্তি, কাশ বনে মৃদু দোলা দিয়ে
আমের জামের বনে ছায়ার গন্ধের হাওয়য়া
নীল নীল শাদা মেঘে অজানার ঢেউ লাগিয়ে

ভাসতে ভাসতে এসে গেছি এখানে তোমার দ্বারে
আমাকে তোমার মনে পড়ে না কি, এসো না এধারে !

এমনি ভাবে তুমিও আসবে আমার ভাঙা দেশে
যেখানে আকাশ দেবে শিশিরধোয়া জলের নীল
মুছে দেবো তিক্ত গ্লানি, হাসবে বকের শাদা বিল।'

ঘুম ভেঙে চেয়ে দেখি, একি, মুখ রক্তে গেছে ভেসে ॥

## ভিড়ের ট্রেনের মধ্যে

ভিড়ের ট্রেনের মধ্যে হাট-করা খোলা দরজার বাইরে আঁধার রাত্রি
ক্লান্ত রক্তের ভেতরে ঘর্মাক্ত স্বেদের কালো চঞ্চলতা
লোকের অসহ্য শ্বাস বাষ্পাকারে ওড়ে ঊর্ধ্বে
অন্ধকার গোপন নাড়ির মধ্যে রক্তের মতন ট্রেন চলেছে দিগন্তে
আঁধার আড়াল করে সহসা বিরাট এক কালো
বর্ষীয়ান মনুষ্য মূর্তি ক্লান্তিতে
হাঁ করে দাঁড়ালো পাশে।

াবণের ভরা শস্যক্ষেত্র ঢেকে গেছে অন্ধরহস্যের অন্ধকার পর্দায়
পাশে ছড়ানো দুটো হাত
বিরাট বপুর ওপরে আঁধার মুখে
পর নীচের নকল দাঁতেরা আলগা হয়ে
পরস্পরকে স্পর্শ করলো
াতহীন মাড়ি থেকে দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি
ালো অন্ধকার গর্ত থেকে পাথরের ধারালো দাঁতের দীপ্ত আলো
দিগন্তের অন্ধকারে বিদ্যুতের মতো ছুঁয়ে গেল
ুহূর্তে হাঁ-করা মুখ বন্ধ করে সহজ স্বচ্ছন্দে
ট্রেনের আলোর দিকে হেসে উঠলো
ট্রেনের বৃহৎ ক্ষুদ্র উঁচু নিচু মানুষগুলো সবাই
নকল দাঁতের মতো পাশাপাশি
আঁধার দাঁতের মধ্যে ঢুকে হাসাহাসি করে।
ঘণ্টা আড়াইর পথ আমি চোখ বুজতে পারলুম না।

ট্রেন থেকে নামতেই অবশ শরীর ঢেকে দেয় অন্ধকার বৃষ্টি

## প্রচণ্ড শক্তিতে

প্রচণ্ড শক্তিতে আমি ভেঙে দিতে পারি
তোমার চিকন বাহাদুরি।
শাদা আকাশের নীচে নীল অরণ্যের আঁধার গহনে
গোপন শীতের ঝর্না কাঁদে।
মানুষের পায়ে-ছোঁওয়া সবুজ মাটিতে ঢেকে রাখতে পারো
তোমার অদৃশ্য ছবি অতীন্দ্রিয় কাজলের রেখা টেনে।
আকাশে বাতাসে উন্মত্ত সিংহের উল্লম্ফন, গভীর গর্জন।
তুমি কি কেবল পাথরের বুকে শুয়ে স্বপ্ন দেখবে ?

হে সুপ্ত বিষাদ, জানি, তুমি বিচ্ছিন্ন সত্তায় নারী ॥

## নিয়তি : প্রকৃতি

সবুজ ঘাসের মতো পৃথিবীর গভীরতম সুখের রস টেনে
চোখ খুলে শিশিরের আলো দেখবো, শাদা আকাশের মেঘের গভীর
প্রাণের ভেতরে কারা যেন কথা বিনিময় করে গোপনে এখানে।
দিগন্তের রঙে লেগে আছে জীবনের কান্নার নিঃশব্দ বেদনা, অধীর।

কিন্তু কোনো ঘাস নেই, উৎক্ষিপ্তের মতো পৃথিবী আমাকে দেয় ফেলে,
পড়ে থাকে মৃত স্তূপ, বাতাসে বাতাসে দেহের হাওয়া দোলা জাগে,
শূন্যের কাঁপন ওঠে, ব্যর্থ ঝড়ো মানুষের বেদনায় শুধু জ্বলে
ব্রহ্মাণ্ডের রুদ্ধ শ্বাস, বুঝি নি কেমন ব্যর্থ গাঢ় আশ্লেষের আগে।

নিরালম্ব তবু আমি, শুয়ে আছি এই শরীরের একান্ত ওপরে,
টেনে নেয়, ছিঁড়ে ফেলে, ভেঙে টুকরো করে, আমার মহৎ অহংকারে॥

## প্লেটোর উদ্দেশে

ভিজে বাতাসের অন্ধকার গন্ধে দূরতম
রমণীর মুখ ভেসে ওঠে। বুকের কাঁচুলি জ্বেলে আলো
রক্ত ইশারায় যায় ছুটে।
বাতাসের শূন্য গাছে তখন গভীর মাতাল মর্মর জাগে।
আমি কিছুই জানি না, বুঝি না, দিনের নিষ্ঠুরতম
ক্ষণিক রঙিন বেদনায় পালকের সুখ ঢেউ তোলে।

নির্জন ড্রয়িংরুমে দৈবাৎ চায়ের টেবিলে
আলো নিভে যায়,
রূপের ভেতরে রক্তের অজানা পাপ
পৃথিবীর বায়ুস্তরে মেঘে ঢেকে দেয়, আঁধার চেতনা গান গায় ;
ধারণা, দেহের রূপ, বোধের অতীত কালো গোলাপের গন্ধে
দিগন্তে আবিষ্ট। নিভৃতে নিবিড় তাপ।

শাদা ভালোবাসা রমণীর দেহে সাজায় সংসার
বিনির বিচিত্র পর্দা কুকার সোফা ও রেফ্রিজারেটার,
নিবিষ্ট সুখের ভোজে ঘিয়ের প্রলুব্ধ গন্ধ
কিন্তু আর এক ভবিতব্য অন্ধ
নিস্তব্ধ রাত্রির গাঢ় প্রহরে রক্তে নিয়ে আসে।
নিরাকার কালো পাতালের অশরীরী জলে
টেনে নেয় অবশেষে।

তবু তার নগ্ন মুখ বাতাসের গন্ধে ভাসে ॥

## পথ চলে না

রাত্রি দিন পথ চলতে গিয়ে গর্তে পা আটকে যায়,
হাড় ভাঙে ;
ট্র্যামের বিস্তীর্ণ তার মাথার ওপরে ছিঁড়ে যায়,
টুকরো পাথরকুচি পড়ে আছে ভাঙা লাইনের সঙ্গে।
লাল লণ্ঠনের আলো চারিদিক জুড়ে
থমকে দাঁড়িয়ে আছে বিন্দুর মতন।
ধুলো ওড়ে ;
অকস্মাৎ বৃষ্টি আসে, জমে ওঠে কাদার পাহাড়, গাড়ির পতন ;
বিদ্যুতের চিৎকারে বাড়িগুলি ঝলসে বুড়িয়ে গেছে।
ঝাপসা পথ, সামনে যায় না কিছু দেখা
গোড়ালিতে শুধু লাল লণ্ঠন থমকে আছে।

কোথায় হারায় পথ, শূন্য অন্ধকারে একা

# বড়ো জোর বেঁচে গেছি

দামী গাড়ি চড়ে েকে অভিসার, ঝাঁপসা ঝাউয়ের
ফাঁকে চাঁদ ঢুকে পড়ে হাসে
পুরনো প্রেমের গাছ আমাদের এখনো বাড়ছে প্রতিদিন
এর ছায়ার গভীরে আমাদের দুজনের বাসনার রঙিন পুতুল খেলা করে জলে
রাত্তিরে গড়ের মাঠে চমকানো ঘাসের উল্লাসে
নক্ষত্রের চোখের জলের ধারা

কত বিচিত্র মক্কেল :
সারাদিনের খাটুনি শেষে
হেওয়ার্ডের কটুস্বাদ চঞ্চল তরঙ্গ তোলে স্ত্রীর দেহে,
সকালে ক্লান্তির হাই ওঠে,
সব ঠিক আছে. তবু হঠাৎ ঘুমের ঘোরে
দুঃস্বপ্নের রাত্রির মতন চেয়ে থাকি, দেখি
কোমরে গামছা বেঁধে আমারই মৃত দেহ আমি কাঁধে করে
শ্মশানের দিকে খালি পায়ে দৌড়ই
অম্লান বদনে আমি দুহাতে আমার পিণ্ড গিলি
বীভৎস গভীর রাত্রে আমার কলঙ্কভূত
অনবরত আমাকে দাঁত খিচোয়
প্রথম বর্ষায় সমস্ত উঁইপোকা টুকরো রুটির মতো
আমার বাবার সাধের গীতার মলাট নিঃশেষ ক'রে
আমার রক্তের মধ্যে জমাট বরফ হয়ে গেল।

বড়ো জোর বেঁচে গেছি

গান্ধির স্ট্যাচুর সামনে লাল আলো জলতেই গাড়ি থেমে গেল

ওদিকে তখন রেড রোড ধরে জনতা মিছিল অন্ধকারের আগুন জ্বালে,
অবিশ্রান্ত কাক ডাকে সবুজ গাছের মগডালে॥

## স্তম্ভিত বাতাস

নীচে বোমা পড়ে, ধোঁয়া ওঠে,
তীব্র গলা শোনা যায়, 'গুলি গুলি কর, খতম করে দে।'
দরজা জানালা বন্ধ হয় দমাদম শব্দে, উঁচু উঁচু বাড়ি, শার্সি কাঁপে,
ভয়ের আকৃতি ডুবে যায় জলের গভীর তোড়ে বাথরুমে।
ওপরে সংগত করে তবলি তখন ; দাঁতালো রমণী
সেতারের তারে ঝড় তোলে, রিনিঝিনি মেঘমেদুর গৌড়মল্লারে।
বাতাসের গন্ধে ভাসে ভীষণ বারুদ জ্বালা
আকাশের গায়ে মেশে ধোঁয়া সংগীতের সুরে তবলির নিপুণ সংগতে।
পাইপগান থেকে গুলি উড়ে এলে কাঁপে কি তারের হৃদয় ?
কাঁপে না, কারণ শিল্প মানুষের স্বষ্টি, নিয়ামক কর্তা শুধুই মানুষ।
ভীষণ দন্তুর নখে স্ফীতকায় শরীরে তখন
মাতে সুর, অন্ধ স্বর, বোমার প্রচণ্ড শব্দে ও ধোঁয়ায়
সেতারের ঐকতান এক হয়ে যায় পৃথিবীর স্তম্ভিত বাতাস॥

## শুধু রূপ জেগে থাকে

নীল বেদনার নগ্নরূপ
সহসা চমকে ওঠে নারীর বিবস্ত্র রূপ ধরে
নিশীথ রাত্রির অন্ধকারে।
সহস্রকণ্ঠের স্খলিত শরীর উন্মত্ত আলাপে চিৎকার করে
রূপ স্পষ্ট কথা কয়, স্তব্ধ করে তাদের স্বরূপ।
শান্ত হয় ধীরে ধীরে
স্থির জলে ভেসে ওঠে
নক্ষত্রের নীল পদ্ম
সকলে অস্থির ছুটে যায় তাকে পাবে বলে,
কিন্তু ব্যর্থ হতাশায় নত মুখে চুপ
রূপ জেগে থাকে
, শুধু রূপ জেগে থাকে
রাত্রির গভীর অন্ধকারে নক্ষত্রের মতো·

## কখনো ঝরে না

ঝরে যায়, ঝরার মতন ঝরে না····

স্থির হয়ে থাকে কুয়াশার শীতের বাতাসে জল।
নিঃসঙ্গ গাছেরা অদ্ভুত ভূতের মতো
ভয়ের শরীর নিয়ে ধোঁয়ার আকাশে স্থির।
বৃষ্টি নেই, কিন্তু বায়ু সিক্ত, ব্যথায় অসাড় ;
কোনোও বেদনা নেই আকাশের রঙে, নেই আনন্দ,
শিরায় শিরায় শুধু নির্বোধ ঝিমুনি.
ঝিঁ ঝিঁ, ফাঁকা করে রক্তের উত্তাল স্রোত।
কোথায় কোথায় রমণীর বেদনার ঝর্না—
যার বুকে মাথা পাতলে
আকাশের কান্নার বিশুদ্ধ জল ঝরে পড়ে ?

কখনো ঝরে না, হাড়ে শুষে নেয়॥

## মৃত্যুর মতন তুমি প্রেম

যখনি তাকাই, দেখি, মৃত্যুর মতন তুমি স্থির
হয়ে আছো কালো জলে।
অবগাহনে গভীর শান্তি,
এই ভেবে চুলের ভেতরে গন্ধের সাগরে ডুব দিই,
জীবনের সব আলো নেভে,
আলোহীন অন্ধকারে
তোমার রক্তের মধ্যে গভীরতম অসুখ গান
হয়ে কাঁদে অহরহ !
সব কিছু হারায় আমার—
শুধু চেতনায় লেলিহ আগুন জ্বলে দিনরাত্রি॥

## অসংখ্য সংসার

আকাশে রঙিন মেঘ, বাতাসে অজানা পাখি
ছিল কি, জানি কি ?
অজানা পাথর।
জলের শরীরে রক্ত কালো হয়ে থাকে চুলে.
নিশীথরাত্রির ত্বকে মিশে থাকে নিঃসাড় যৌনতা।
চতুর্দিকে মৃত শব, মৃত্যু কোথায় উধাও।
ব্যথা নেই, ঘুম নেই,
বিপর্যস্ত সারা রাত্রি চেপে আছে আমার শরীর,
শিরা কাঁপে, ধমনী চমকে ওঠে, শব্দে ধ্বনি নেই,
কথায় সুরের আলো জ্বলে না কখনো।
চারিদিকে অসংখ্য সংসার পরস্পরে ছুঁয়ে আছে।
উত্তুঙ্গ পাহাড়, বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ,
বাতাসে অসাড়॥

## সীমান্তে ঘেঁটুফুল

গাছের ছায়ায় মৃত কবরীর গন্ধ ভাসে
আকাশের আলো মেখে

দূরে ঘেঁটুফুলে শুয়ে আছে মৃত সৈনিকেরা সব
বিপর্যস্ত ট্যাঙ্ক, মুখে বারুদ, এবং হাতকাটা
ছিন্ন বিচ্ছিন্ন খাকির শার্ট বাতাসে ওড়ায় রব।

ঘাসের ভেতরে পরিচয়ের অদ্ভুত ঘ্রাণ ডুবে যায়।

কোথাও জল নেই, উচ্চরন্ত সূর্যের লেলিহ হাহাকারে পাখিরা চ্যাঁচায়

এপারে ওপারে মরণের ভাঙা জল ফুলেফুলে ওঠে,
পড়ন্ত আলোয় দোলে নিম ফুলের গন্ধ
দেশপ্রেম মনুষ্যত্ব ঝিল্লির অন্ধকারে
জবা হয়ে ফোটে বারুদের শব্দে।

মৃত কবরী অরণ্যে শায়িত, চুলের ভেতরে জ্বলে শুধু
দিন শেষের ম্লান জবা॥

## প্রাজ্ঞ দেবদারু

শীতের পড়ন্ত রোদে প্রাচীন শরীর দেবদারু
দাঁড়িয়ে রয়েছে বড়ো শূন্য, অনাসক্ত বেদনার্ত।
রিক্ত পাতার শাখায় বিষণ্নতা মুখ গুঁজে আছে,
একাকী নিঃসঙ্গ চূড়া বিকেলের হাওয়ায় স্তব্ধ।
দুই ঠোঁট এক করে দুটি কাক চুপটি বসে আছে ;
হলুদ বিবর্ণ শরীরের ভেতরে সহসা যেন
কালো রঙের প্রগাঢ় ছোপ চোখে এসে তীব্র
প্রবল আঘাত করে।
নীচে যৌবনের বড়ো
বিচিত্র বর্ণের সমারোহে বুকে ফুটে ওঠে
কুন্দ ফুলের পবিত্র গন্ধ, তাঁর পাশের রাস্তায়
ট্রামেবাসে সঙ্গমের চিৎকার, ঘাসের গভীরে
শিশির আসবে বলে পা গুনছে সন্ধ্যার বাতাসে।

হে নীল নিবিড় নীল মেঘহীন সুনীল আকাশ
দেবদারুর চূড়ায় কিসের বাতাস এনে তুমি
কম্পিত করেছ বুক, কেন কালো কাক দম্পতির
নিশ্চেষ্ট আনন্দ তার বঞ্চিত দেহের 'পর, কেন
বাতাসের গন্ধ ভাসে যৌবনের উন্মাদ কান্নার ?

না, কিছুই না, প্রাজ্ঞ দেবদারু শুধুই দর্শক
সত্তার ভেতর তার দূর স্মৃতির মর্মর টেনে
চেতনার আলোড়নে মাঝে মাঝে কাঁপে, পাতা ঝরে॥

## হে আমার প্রেম

হে আমার প্রেম
নিষ্প্রদীপ কলকাতার মতো জেগে আছো
চেতনার অন্তর্মূলে

চারিদিকে অন্ধকার, পাশে লোক দেখা যায় না,
পুলকের বড়ো ছড়াছড়ি,
মোটর হুমড়ি খেয়ে পড়ে, ভূতের মতন
গলানো শরীর নিয়ে দাঁড়ানো গাড়িরা,
মেয়েপুরুষের কোনো চিহ্ন নেই,
সবাই মাছের মতো ল্যাজ নাড়ে, চলমান ছায়া
নির্বোধের হাহাকার তোলে, পেছনের লাল আলো
রুদ্ররোষে মাঝে মাঝে কালো রঙ ভেদ করে গর্জে ওঠে ;
অন্ধকার জলে ভাসে শুধু নিস্তেজ নিথর কান্না
অন্ধকার গাড়িগুলি পেটে আলো জ্বেলে অন্ধকারে ভেসে যায়,
চারিদিকে জোনাকির গান, জলের গভীরে পাহাড়ের মতো
উঁচুনিচু বাড়ি জলজ প্রাণীর মতো ধীর পায়ে হাঁটে, গাড়ি চলে,
ধোঁয়া ওঠে।

কোথাও স্পষ্টতা নেই, আলো নেই, পাতলা কফের মতো
কুয়াশা আকাশ ছেয়ে আছে, কোথাও নক্ষত্র দেখা যায় না,
কালপুরুষ হারিয়ে গেছে, অরুন্ধতী লুপ্ত

হে প্রেম, বিচ্ছিন্ন এই অন্ধকারে জেগে আছো
ভয়ংকর অস্বস্তি মেখে। জানিনা কখন বোমারুজাহাজ এসে
বোমা বর্ষণ করবে হৃদয়ের ভীষণ অরণ্যে ॥

## ঘুম নেই

আমার অনেকদিন রাত্রে ঘুম নেই
চতুর্দিকে বিভ্রান্ত পথিক, নিদ্রা কোথায় উধাও।
রজস্বলা রমণীর মতো রাত্রি শুয়ে আছে ন্যাংটো হয়ে,
রোমকূপে কামনার বিষ উপচে পড়ে,
ধমনীতে থুবড়ে পড়ে জ্বালাময় আনন্দ!
অনির্বাণ চেতনার স্রোত, অথচ নিস্তেজ।
চারিদিকে বড়ো বেশি মৃত, অসংখ্য উন্মত্ত নৃত্য, নগ্ন হাসি,
বালির ওপরে মরা শিউলি, মাঝ রাত্রে দাঁতালো ফেনিল হাসি,
উৎসবের শেষে মাংসের টুকরো খোঁজে ভিখিরিরা দুর্গন্ধ কলাপাতায়,
অন্ধকারে নর্দমার কণ্ঠ ভাসে দীর্ঘ স্বরে,
ঘুমের চুলের অন্ধকারে চোখ বুজে আছে ফুটপাতে
পাশাপাশি বেকার ভিখিরি মজদুর চোর,
প্রতিটি বস্তুর দেহে ছুঁয়ে যায় আঙুলের শিহরন,
রক্তাক্ত দেহের কূপে গন্ধে টানে অস্থির শরীর।

নিশীথরাত্রির অন্ধকারে
কুকুরের মৃত্যুভীত নাকি কান্নায় আমার বড়ো ভয় হয়।
আমার অনেকদিন রাত্রে ঘুম নেই!

## বাংলা দেশ : মানুষ

বাংলাদেশ মুক্ত
কিন্তু আমি মুক্ত নই
বাংলাদেশ আজকে স্বাধীন
কিন্তু আমি স্বাধীন নই
যদিও জন্মেছি বাংলাদেশে

গোপন গুহার অন্ধকারে বেদনার পাখি
গুমড়ে কেঁদে মরে,
গভীর জলের নিস্তব্ধ অতলে
বিশুদ্ধ জলের কান্না,

রোদের আলোয় কখনো কখনো কাঁপে
আকাশের মহাশূন্যে অজানা ফুলের গন্ধ
নীরব ক্রন্দনে যেন ভেসে যায়

সকলের হৃদয়ের ভেতরে একটি আকাঙ্ক্ষার স্বপ্ন
আমরা মানুষ চাই
সম্পূর্ণ মানুষ
এই মানুষের খোঁজেই আমার যাত্রা
মুক্ত বাংলাদেশে ॥

## জন্মদিন

বিনয় রায়ের উদ্দেশে

অতর্কিত,
উজ্জ্বল তোমার জন্মদিন :
শীতের সূর্যাস্তে লাল আভা নিবিড় গাছের
গহন আড়াল থেকে জ্বলে ওঠে,
গঙ্গার তীরের জল রক্তলাল, ম্লান হয়।
আলোর স্রোতের কান্না ভাসে আকাশের গায়।
সব কথা বলা যায় না, বলতে পারি না, জলে ডুবে যায়,
ক্ষতি নেই তাতে :
পৃথিবীর রূপ কতটুকু জাগে বিস্ময়ের মুগ্ধ চোখে ?
আকণ্ঠ পিপাসা তবু আঁধার বাণীর জন্য,
ভালোবাসা শব্দে নিপীড়ন গড়ে ওঠে, রিক্ত বেদনায় বুকের
আঙুর ঝরে
কোথাও সান্ত্বনা নেই,
কালো মেঘের ভেতর রুপোলি আলোর চিৎকার।
কথা বলা হয় না কখনো,
রুদ্ধশ্বাস বুকে নিয়ে শুধু ফিরি অন্ধকার ঘরে ॥

## একটি স্ত্রীর অভিযোগ

গাঢ় অভিমানে ভেঙে পড়ে ওর আঁধার কণ্ঠস্বর :
চোখের জলের ঢেউ তুলে বলে ; 'কেন,
ছেলেবেলা আমি মরি নি নদীর জলে,
যখন সাঁতার কেটেছি গভীর অতলে।
কেন ওরা ছুরি মারে নি তোমাকে
যাদের পেছনে তুমি লেগেছিলে নিজের দেমাকে ?
তাহলে তো বিয়ে হতো না তোমার এবং আমার, দেখাই হতো না,
পরস্পরকে আমরা কখনো চিনতামই না।
বলো জল কেন আমাকে ডাকে না
খর ছুরি কেন পেছনে তোমার এখন হাঁকে না,
নাস্তিত্বের অধিবাসী তুমি, আমরা দু'জনে সে গভীরে যাবো।'

দিক ভোলাবার পাগল আমার হাসে অন্ধকারে···

## আমার স্বদেশে ফিরে যেতে চাই

সরকার বাহাদুর
অনুগ্রহ করে আমাকে একটু বদলি করুন।
বিদেশে অনেকদিন পড়ে আছি, বড়ো অপরিচিত এ স্থান
অচেনা সমস্ত লোক
ঘর থেকে বেরুলেই ঘোলা অন্ধকার ধুলো চারিদিকে
হাহা করে মাথায় ছড়িয়ে পড়ে
দেয়ালে মাকড়সার জালে পোকা যেমনি আটকে মরে
তেমনি শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যাচ্ছি
আপন ঘরের মধ্যে কাঁহাতক একা একা
রেডিওর গান শুনে গ্রামোফোনে রেকর্ড বাজিয়ে
স্বামীস্ত্রীর প্রেমঝগড়ায় দিবস কাটানো যায়।

যেখানে আপন মনে যাই, গোলকধাঁধার গলি ঘুলিয়ে মারে
কাঁচা নর্দমার গন্ধ চড়ে
সন্ধ্যার আলোয় সব ভূতের মতন লোকগুলি
হাঁটু ঠকঠক করে টলতে টলতে খিস্তি করে
আধিভৌতিক নিয়মে অধিকর্তা ও সচিব কর্তব্যের অজানা দায়িত্ব
ঘুড়ির মতন বাতাসে ওড়ায় মধ্যাহ্নের অন্ধকারে
কে যে সরকার কে যে কর্তা মন্ত্রীরও জানা নেই
ঘুড়ির মতোই যেন আমার জীবন আমার চাকরি।
কাতর প্রার্থনা তাই : আমাকে সত্বর বদলি করুন আমার স্বদেশে
শৈশবের সবুজ দিগন্তে যাবো, বসন্তের লেবুফুলের সুগন্ধি
যেখানে আমাকে ভুলিয়ে রাখতে পারে।
বাদল হাওয়ায় যেন বেদনার যূথী আমার ঘরের চারধারে
দিগন্ত কান্নার ঢেউ তোলে
বাল্যের বন্ধুরা সব হৈ-হুল্লোড় করবো বিকেলে নদীর কূলে।
অনেক বয়স হলো, চুল ঝরে গেছে, দাঁত পড়ে গেছে,
যৌবনশ্রী হারিয়েছি
শুধু আশা, আমার স্বদেশে আমি আবার ফিরেছি
বসন্ত সন্ধ্যার সুগন্ধি বাতাসে॥

## স্টেশনে দাঁড়ালেই

বড়ো যে কোনো স্টেশনে দাঁড়ালেই স্রোতের মুখের মধ্যে নিরন্তর
একটি জ্বলন্ত নীল মুখ ভুলে ওঠে আমার দিগন্তে
যে মুখ চকিতে হুইসিলের অধীর শব্দে স্টিমের ধোঁয়ায়
সুনীল আকাশে উর্ধ্বে অসীম চলার স্রোতে অনবরত ভাসছে,
সে মুখের অন্বেষণে প্রতিটি নারীর স্তব্ধ আগুনের মুখে কেবলি তাকাই,
যে মুখ অতীতে আমি হারিয়েছি সেই মুখ, সেই,
অথচ যে মুখ শুধু খুঁজেছি তারি জন্যে, তাই
উত্তাল সাগর সিন্ধু জনতার স্রোতে ভাসে!
প্রতি তরুণীর মুখে বুকে নিবিড় কুন্তলে চলনেচলনে বাসে,
চকিত আভাস তারি।

যে মুখ কোনোদিন পাবো না, স্বপ্নের অতলে হারিয়ে যায়,
স্টেশনে ভিড়ের মধ্যে সেই অবিশ্রান্ত হারানো দুরন্ত মুখ
চেতনায় যন্ত্রণা জ্বালিয়ে শুধু আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়
অচেনা আঁধার ঝর্নার রঙিন বেদনায়।
সকলের মুখ থেকে হয়তো একটি মুখ, হয়তো বা দীপিত ঈশ্বর।

## জ্যোৎস্নার শিকার

সৌন্দর্য, আমার কোথাও আশ্রয় নেই,
নির্জনতার অন্তিম সবুজ গহ্বরে
তোমাকে লুকিয়ে রেখে দেখতে চাই।
আমি ঘুমুতে পারি না,
তারের জালের রোদ
আমাকে ভাসিয়ে রাখে,
স্তব্ধ দুপুরের রঙে শুধু শ্বেত কবুতর
শাদা পাখা মেলে উড়ে যায় মহাশূন্যে।
মাটিতে চলতে গেলে পা কাঁপতে থাকে
নর্দমার কালো ঘোলা জলের ওপর
সিগারেটের ভেতরে শাদা পাতলা কাগজের মতো
ইচ্ছারা ভাসতে থাকে চৈত্রের বাতাসে।

এবং তোমার রূপ
সেও তো গভীর সত্য নয়, জলে, জলের কাদায়
বৃষ্টির পাতায়, জ্বালানো ধোঁয়ার কুয়াশায়
সন্ধ্যা ও সকালে মিশে থাকে উপাদানের মতন।

তারামম রাত্রির আকাশে গাছেরা শুধুই অম্লজান ছাড়ে
ঘরের জমানো ঝুলে অদৃশ্য বাতাস শিরশিরিয়ে যায়

রমণীর শরীরের
বিপর্যস্ত সব কেশদামে উড়ে যায় জ্যোৎস্নার শিকার ॥

## তুমি চলে গেছ

তুমি চলে গেছ
নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকার
খুঁজে ফেরে নিশীথ পাখির স্বর
কলকাতার শহর জুড়ে কুয়াশা, চোখে জ্বালা ধরে,
অদৃশ্য তোমার পথে
বাটিকের কামনা জাগায়
অধরা চোখের সরোবরে নিষ্ফল চাঁদের আলো কাঁপে
ঠোঁটে জ্বলে জ্বালাময় মৃত্যুর কাঁপন, ছন্দিত স্তব্ধতা।

কেউ নেই,
একথা শোনাবো কাকে
নির্জন সবুজ বীথি ছেয়ে আছে পথের ধুলোয়,
মাঝে মাঝে মন্দিরার নীরব আগুন জ্বলে
নিবিড় পাতার ফাঁক দিয়ে।

তুমি চলে গেছ জলের অন্ধকারের মতো ॥

## ভালোবাসা

ভালোবাসা শুধু মাত্র নীল আকাঙ্ক্ষার ধ্রুব তীর্থ,
রঙিন কাচের মতো মুহূর্তেই ভেঙে চুরমার,
কখন কিভাবে কাকে ভালোবাসি আমরা জানি না।
কিভাবে গোলাপ গন্ধ ছড়ায় জানি না।
নারীর রক্তিম ঠোঁটে চুম্বনে যে বিষ সুধা জাগে
স্তনের গোপন অন্ধকারে যে স্তব্ধ আঁধার আলো ভাসে দিবালোকে
পৃথিবীতে কোনো নারী পারে না তা দিতে।
যৌবনের উত্তেজনা বাসনার হতাশ ক্ষণিক মূর্তি ধরে
মস্তিষ্কের সুনিপুণ চিকন শিল্পের মধ্যে
সাহস জোগায়, তুলে নেয়। তারপর দেয় ফেলে।
সিসিফাসের মতন ভালোবাসার যৌবন দেহ
অনবরত ওঠাই নামাই, ক্লান্তি আছে, শেষ নেই।
রমণী অথবা দেহ সত্যের আভাস মাত্র, সত্য নয়॥

## নিষ্প্রদীপ কলকাতা

হে ছলনাময়ী নারী,
নিষ্প্রদীপ কলকতার মতন সব আলো ঢেকে আছো,
কুয়াশার আঁধার জড়িয়ে।
দুই বুকে অন্ধ আলো মরীচিকার মতন জ্বলে,
কোনো সান্ত্বনা নেই, শুধু ভয়
রাগে নাসারন্ধ্র কাঁপে, ওড়ে চুল,
চোখে জ্বলে উদাস আগুন,
ধোঁয়ার গুমোটে আকাশের মতো লাল হয়ে ওঠে মুখ,
অবিন্যস্ত চুলের পাহাড়ে
নক্ষত্রের শাদা আলো সহসা লুকোয় শ্রান্তির ব্যথায়,
জেগে থাকি, কখন আসবে ধ্বংসের সংবাদ নিয়ে॥

## পিকনিক

নৌকোয় চলেছি, সন্ধ্যা—
স্মৃতির আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বিষণ্ণ আলোয়
উধাও পাখির স্বর ডুবে যায় গাছের পাতায়,
জলের তরঙ্গে কাঁপে তার ধ্বনি।
নিবন্ত সূর্যের আলো জলে, বাড়ির ওপর, গাছের ছায়ায়,
বিরহী আলোর কান্না নিয়ে জলময় মাটি
হাহাকারে ঝলসে ওঠে, ভাসে।

মাঝখানে নৌকো ঘোরে, এপাশে ওপাশে দোলে,
নদীর গভীরে স্রোত স্তব্ধ ;
ঘোলা জলে নেচে ওঠে ভয়ের দুরন্ত ঘূর্ণি,
ময়লা জলের তেলে মানুষের কাম স্খলিত আবেগে ভাসে।
শুশুকের মতো উঁকি দিয়ে ওঠে অজানা আতঙ্ক।
চারিদিকে ঠাণ্ডা গন্ধে জল স্থির, তীরে তীরে সবুজ গাছের কালো রেখা,
গম্বুজের মতো আনত আকাশ ঢেকে আছে আমাদের।

মাটির কোনোও স্পর্শ নেই, আমরা নিঃসঙ্গ :
অতল গভীর থেকে ধূপের গন্ধের মতো সহসা অশ্রুত গান
আমাদের আচ্ছাদিত করে সন্ধ্যার রহস্য-আলো মেখে।
সমস্ত প্রান্তরে, আকাশে বাতাসে মেশে,
পাখির বুকের তাপে গন্ধ জমে ধীরে ধীরে,
জলের কান্নার সুরে দিব্য শরীরের আভা,
রক্তিম গানের আঁধার দিগন্তে, মাটির রেণুতে।

নদীর ওপর সন্ধ্যা, আমরা নিঃসঙ্গ

## দিনরাত্রি পথচলা

দিনরাত্রি আমি পথ হাঁটছি কিছু দেখবো বলে
কিছু পাবো এই ভেবে
আসলে কিছু পাই না, কিছুই দেখি না
সারাদিন সারারাত্রি এমন অদ্ভুত পথ চলবার কোনো মানে হয় না
মানে হয় না বলেই চলছি, এগোচ্ছি।

বিনিদ্র রাত্রির তন্দ্রাশূন্য চোখে সুদূর কান্নার জল দোলে
পথশ্রান্ত পথিকের দু'হাটুতে ক্লান্তির বিষাদ জড়ো হয়

কিন্তু কি খুঁজি কি চাই কি যে দেখি?
আমার চাওয়া আছে চাওয়ার বস্তু নেই
বস্তু থাকলেও তাকে পাওয়া যায় না
তাই চলছি হাঁটছি জেগে আছি চোখে একটুও ঘুম নেই,
এমনি চলতে চলতেই সকল খোঁজার শেষ হবে

সেই লক্ষ্যেই আমরা কেবল স্থির
আর সব চঞ্চল অস্থির